

ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মসূচি

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি চলে আসছে। উপমহাদেশেও এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের শোষণ, বঞ্চনা এবং নদী ভাঙ্গন, দারিদ্র, রোগ-ব্যাধি, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় “ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান” শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগস্ট/২০১০ খ্রিঃ হতে কর্মসূচি’র কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সাল হতে ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হলেও তা তেমন ব্যাপকতা পায়নি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার ভিক্ষাবৃত্তির মত সামাজিক ব্যথিকে চিরতরে নির্মূলের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। বিষয়টি বিবেচনায় এনেই ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত দেশের ৫৮টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে অর্থ প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রমিক নং	সিলেট সদর উপজেলায় মোট ভিক্ষুকের সংখ্যা	পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	১১৫	৩৩	৩,৮০,০০০/- (তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা)	



“ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ভিক্ষুকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা”